প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা

প্রাচীন ভারতের দাসপ্রথা ছিল কি ছিল না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে প্রাচীন ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার দাস পর্থা এত বিস্তৃত ছিল যে মাক্সবাদী সমাজতাত্বিকগন মানভ ইতিহাস এর একটি পর্যায় কে 'দাসতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক দের মধ্যে দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি এদেশে দাসপ্রথার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন বলেছেন। যদিও রামশরণ শর্মা ও দেবরাজ চানানার মতো ঐতিহাসিকগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ভারতে দাস প্রথা যে ছিল না, তা কিন্তু নয়। তবে অন্যান্য দেশের মতো এখানে এই প্রথার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। অতি সীমাবদ্ধ পরিসরে ও অতি সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে কিছু কিছু দাস এখানে কেনাবেচা চলত এবং কেউ কেউ স্বেচ্ছামূলক ভাবে আত্ম বিক্রয় করত। কিন্তু এই দাস প্রথার পরিসর মোটেও বিস্তৃত ছিল না। তাই মেগাস্থিনিস যথার্থই বলেছিলেন যে 'ভারতবর্ষে দাসপ্রথা নেই'। এর অর্থ তিনি স্বদেশে দাস পর্থা যে চিত্র দেখেছিলেন সেরকম কোন চিত্র এদেশে তার চোখে পড়েনি।

ঋকবেদে যে 'দস্যু' শব্দদ্বয় আছে তাদের দ্বারা অবৈদিক বা শত্রুভাবাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহ কে বোঝানো হয়েছে । তবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এর কাহিনী অনুযায়ী, পিতা অর্থের বিনিময়ে তার পুত্রকে বিক্রি করছে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহাভারতেও দেখা যায় যে যুধিষ্ঠির নিজেদের দাসত্বের বাজি ধরেছিলেন। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী রাজা হরিশচন্দ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের নিকট বিক্রয় করেছিলেন এবং তার দাস হয়েছিলেন। সম্রাট অশোক তার নবম পর্বতাসুশাসনে দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। যা দাসপ্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মনু সাত ধরনের দাসের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, যারা দুর্ভিক্ষে খাদ্যের জন্য নিজেদের দাস হিসেবে বিক্রি করেছে, যারা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, যাদের কেনা হয়েছে, যারা উত্তরাধিকারসূত্রে দাস এবং যারা আইনগত কারণে

দাসত্ব । এই ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিকার নারদ আবার 15 ধরনের দাসের কথা বলেছেন।

মনুর মতে, দ্বি জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকে এবং নাবালক পুত্রকে দাস করা যাবেনা। আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে আর্যদের অর্থাৎ চতুর্বর্ণ যুক্ত মানুষদেরও দাস করা যাবে না যদিও শক, যবন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা করা যাবে। কৌটিল্য দাসদের ব্যক্তিগত উপার্জন, সম্পত্তি রক্ষা এবং বিলি ব্যবস্থায় স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রভুকে অর্থ প্রদানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার বিধান সকল ধর্ম শাসনে দেয়া হয়েছে । যদিও তাদের বিরুদ্ধে মানবিক কোন অপরাধ করে বা যদি তাকে দিয়ে কোনো কুকর্ম করানো হয় , তাহলে দাস তদন্তে মালিকের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে । এমনকি মালিককে রাজ রাজদণ্ডও ভোগ করাতে পারে। নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, প্রভুর কোন বিশেষ উপকার করলে অথবা যে সংবিধানের কোন ব্যাক্তি দাস হয়েছে সে শর্ত পূরণ হয়ে গেলে । স্বাভাবিকভাবেই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে যদি দাস রাখার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে অনুলেখ দাস রাখতে হবে এবং ক্যাতায়ন বলেন যে, প্রভু যদি কোন দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করায় তাহলে মাতা ও সন্তান তখন থেকেই স্বাধীন হিসেবে গণ্য হবে। ধর্মশাস্ত্র সমূহের বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে, তাদের পারিবারিক জীবন যাপন করার অধিকার ছিল এবং সেখানে প্রভুর হস্তক্ষেপ অবৈধ বলে গণ্য করা হতো আর দ্বিতীয়তঃ হলো তাদের নিজস্ব উপার্জন তারা করতে পারত।

ফলত, উপরের আলোচনা থেকে আমরা এটাই দেখলাম যে, প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেটা ইউরোপের মতো কঠোর ছিল না।